মুরতাদ
জামায়াত-শিবির

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার এবং দরুদ ও সালাম মুহাম্মাদ (ﷺ), তাঁর পরিবার ও সাহাবীদের (রা) প্রতি।

যদিও জামায়াত-শিবিরের রিদ্দাহর ব্যাপারটি শুধু তাদের সংসদে অংশগ্রহণের কারনেই স্পষ্ট, তথাপি দলান্ধতার কারণে মানুষ তা এড়িয়ে চলতে চায়। তাই তাদের নাকের উপর এদের কুফর, শিরকগুলো তুলে ধরা। এরা মানুষকে ইসলামের প্রতি, কুরআনের প্রতি, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি, ইসলামের বিধানের প্রতি আহ্বান করে, কিন্তু নিজেরা তা থেকে অনেক দূরে! এরা ক্ষমতায় যেয়ে ইসলামী বিধান বাস্তবায়ন দূরে থাক, যারা ইসলামের জন্য নিজেদের সবকিছু ত্যাগ করেছেন তাদের হত্যা করেছে এবং করছে। যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি এবং এখনো দেখছি।

আমরা জানি বাংলাদেশ একটি "দারুল কুফর", যেখানে আল্লাহর বিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হয় না, বরং আল্লাহর বিধানকে মধ্যযুগীয় বলে হেয়-তুচ্ছ করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধান মানুষের তৈরি যা, ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। যেমনঃ ইসলামে সুদ, যিনা, মদ, জুয়া, বেহায়াপনা ইত্যাদি হারাম। কিন্তু বাংলাদেশে হালাল। যাদের লাইসেন্স আছে তাদের বিরোধিতা করলে বিপরীতে আপনি শাস্তি পাবেন। এখন এই সংবিধানে যাওয়ার পর কেউ যদি এই সংবিধানের আনুগত্য করে এবং এর বিরোধিতা করাকে রাষ্ট্রদ্রোহী কাজ বলে শপথ নেয়, তাহলে সে নিশ্চয়ই কাফির। বাংলাদেশের সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেবার সময় সকল সদস্যকে এই দেশের কুফরী সংবিধানকে সম্মান ও মান্য করার শপথ নিতে হয়।

সংসদ সদস্যের শপথঃ "আমি, ..., সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে শপথ করছি যে, আমার উপর আইনের মাধ্যমে অর্পিত দায়িত্বসমূহ বিশ্বস্থতার সাথে পালন করিবো, আমি বাংলাদেশের প্রতি সত্যিকার বিশ্বাস ও অনুগত্য পোষণ করিবো, আমি আমার ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য সংসদ সদস্য হিসেবে আমার উপর অর্পিত কর্তব্যকে প্রভাবিত করবো না"। এবং সরকারের অধীনে সচিব, চেয়ারম্যান, মেম্বার ইত্যাদি সকলেই এমন শপথ করে।

জামায়াতের প্রাক্তন নেতা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী, মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মুজাহিদ প্রমুখ সংসদ সদস্য হয়েছিলেন, মন্ত্রী হয়েছিলেন। আর তারা সকলেই সংসদে এই শপথ নিয়ে দিয়ে তাদের দায়িত্ব পালন করেছিলেন মানবরচিত কুফরী- ব্রিটিশ আইন অনুযায়ী। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি এই হুকুম জারী করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে, আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং একে বিদ্রুপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসংঙ্গে লিপ্ত না হয় তোমরা তাদের সাথে বসবে না, অন্যথায় তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। মুনাফিক ও

কাফির সকলকেই আল্লাহ জাহান্নামে একত্রিত করবেন।” [সূরা নিসা: ১৪০] ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, ‘তাঁর ভাষ্য- নিশ্চয়ই এক্ষেত্রে ‘আপনি তাদের মতই হবেন’ অন্য কথায়; আপনি যদি কাজটি করেন অথবা প্রতিরোধ না করেন তাহলে কুফরীর ক্ষেত্রে আপনি তাদের সমপর্যায়ের।’ [ফাতহুল ক্বাদিরঃ ১ম খন্ড, পৃ: ৫২৭] এরা সংসদে তাদের সাথেই বসছেন, যারা বলে কুরআনের শাসন বর্বর মধ্যযুগীয়, মুহাম্মাদ (ﷺ) হাজ্জের নামে ডাকাতি করেছেন (নাউযুবিল্লাহ) ইত্যাদি।

দেলোয়ার হোসেন সাঈদী যখন সংসদ সদস্য হয়েছিলেন, তখন তিনি মানুষের তৈরি বিধান দিয়েই রাষ্ট্র চালিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, শিরকের জন্য যে ১ পয়সা খরচ করবে সেও শিরক করবে। অথচ তিনিই হিন্দুদের মন্দির তৈরি করে দিয়েছেন, মন্দিরের জন্য বরাদ্দ করে দিয়েছেন! (হিন্দুদের ভোট পাওয়ার জন্য)
https://archive.org/details/SaidirShirQ

আলী আহসান মুজাহিদ ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিচালিত হয়েছে কুফরী আইনে, সেখানে বিভিন্ন এনজিওকে শিরক-কুফর-ফাহেশা ছড়িয়ে দেয়ার অবকাশ দেয়া হয়েছে, লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। সেখানে শত শত এনজিওকে সুদ ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতিসহ লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। পতিতালয়গুলোতে কনডম সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে এইডস প্রতিরোধের পদক্ষেপ হিসেবে। আর এসব হয়েছে সমাজ-কল্যাণ মন্ত্রীর দায়িত্বে, তার নিয়ন্ত্রণে। তিনি তথাকথিত ভাষা দিবসে ভাষা শহীদদের (!) শহীদ মিনারে নগ্ন পায়ে হেঁটে ফুল দিয়েছিলেন!

মতিউর রহমান নিজামী ছিলেন শিল্প ও কৃষি মন্ত্রী। শিল্প মন্ত্রনণালয়ের অধীন শিল্প ব্যাংক তখনো সুদের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়েছে, অর্থাৎ এই মন্ত্রী আল্লাহর সাথে যুদ্ধে এই মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

গণতন্ত্র, সংসদ, ত্বগুত স্পীকার সম্পর্কে সংসদে মতিউর রহমান নিজামীর বক্তব্যঃ
জনাব স্পীকার, আল-কুরআন নাযিলের এই পবিত্র মাসে, রহমত, মাগফেরাত এবং নাজাতের এই মাসে আল্লাহ তা’আলার রহমত কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর মাননীয় প্রেসিডেন্টের আসনটি জাতীয় ঐক্যের প্রতীক এবং সংবিধানের অভিভাবকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।
https://www.jamaat-e-islami.org/article-details.php?category=55&article=8

এসবই পরিস্কার কুফর। কারণ এটাই হচ্ছে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তা ছাড়া অন্য আইনে বিচার-ফায়সালার বাস্তব দৃষ্টান্ত। এরা হল সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, যাদের সম্পর্কে রাসুল (ﷺ) বলে গেছেন। আবু সাঈদ কুদরী (রা) বলেন, আমি রাসুল (ﷺ) কে বলতে শুনেছিঃ ভবিষ্যতে এমন সব লোকের আগমন ঘটবে, যাদের সালাতের তুলনায় তোমাদের সালাতকে, তাদের সিয়ামের তুলনায় তোমাদের সিয়ামকে এবং তাদের আমলের তুলনায় তোমাদের আমলকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা কুরআন পাঠ করবে; কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালীর নিচে (অর্থাৎ অন্তরে) প্রবেশ করবে না। এরা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমনভাবে নিক্ষিপ্ত তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়। আর অন্য শিকারী সেই তীরের অগ্রভাগ পরীক্ষা করে দেখতে পায়, তাতে কোন চিহ্ন নেই। সে তীরের ফলার পার্শ্বদেশদ্বয়েও নজর করে, অথচ সেখানে কিছু দেখতে পায় না। অবশেষে ঐ ব্যক্তি কোন পাওয়ার জন্য তীরের নিম্নভাগে সন্দেহ পোষণ করে। [সহীহ বুখারীঃ ৪৬৮৯, ৬৪৬২ (ইফা)] এরা মানুষকে কুরআনের দিকে আহ্বান করে, কিন্তু নিজেরা কুরআন অনুযায়ী আমল করে না, কুরআন বিরোধী বিধান দিয়ে রাষ্ট্র চালায়।

গণতন্ত্রকে খুশি করতে জামায়াত তাদের গঠনতন্ত্র সংশোধন করেছে

২ ধারার ৫ উপধারার একাংশে বলা ছিল, '(আল্লাহ ব্যতীত) কাহাকেও স্বয়ংসম্পূর্ণ বিধানদাতা ও আইন প্রণেতা মানিয়া লইবে না এবং আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁহার দেওয়া আইন পালনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়, এমন সকল আনুগত্য মানিয়া লইতে অস্বীকার করিবে।' সংশোধিত গঠনতন্ত্রে "বিধানদাতা ও আইন প্রণেতা" বাদ দিয়ে "বাদশাহ, রাজাধিরাজ, সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক" লিখা হয়েছে। [জামায়াতের গঠণতন্ত্র: পৃষ্ঠা-৯, সংশোদিত প্রকাশনী: জানুয়ারী, ২০১৮ সাল]

৩ ধারায় দলের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভূমিকাসহ চারটি উপধারায় আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসুল (সা.) প্রদর্শিত দ্বীন (ইসলামী জীবনবিধান) কায়েমের প্রচেষ্টার কথা বলা ছিল। সেগুলো বাদ দিয়ে 'বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন' বাক্যটি সংযোজন করা হয়েছে। [জামায়াতের গঠণতন্ত্র: পৃষ্ঠা-১১, সংশোদিত প্রকাশনী: জানুয়ারী, ২০১৮ সাল]

৫ ধারার ৩ উপধারায় বলা ছিল, 'সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলামের সুবিচারপূর্ণ শাসন কায়েম করিয়া সমাজ হইতে সকল প্রকার জুলুম, শোষণ, দুর্নীতি ও অবিচারের অবসান ঘটাইবার আহ্বান জানাইবে।' এ অংশ থেকে 'ইসলামের' শব্দটি বাদ দিয়ে তার পরিবর্তে 'গণতান্ত্রিক পদ্ধতি' কথাটি সংযোজন করা হয়েছে। [জামায়াতের গঠণতন্ত্র: পৃষ্ঠা-১২, সংশোদিত প্রকাশনী: জানুয়ারী, ২০১৮ সাল]

৬ ধারার ৪ উপধারায় 'ইসলামের পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠাকল্পে গোটা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বাঞ্ছিত সংশোধন আনয়নের উদ্দেশ্যে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সরকার পরিবর্তন এবং সমাজের সর্বস্তরে সৎও খোদাভীরু নেতৃত্ব কায়েমের চেষ্টা করা' এই বাক্য থেকে 'খোদাভীরু' বাদ দিয়ে 'চরিত্রবান' শব্দটি যোগ করা হয়েছে। [জামায়াতের গঠণতন্ত্র: পৃষ্ঠা-১২ সংশোদিত প্রকাশনী: জানুয়ারী, ২০১৮ সাল]

জামায়াতকে গঠনতন্ত্রের ৬৪ পৃষ্ঠার বিশেষ নোটের দফা ৩-এ সংশোধনী আনারও তাগিদ দিয়েছিল ইসি। দলের গঠনতন্ত্রে সব কমিটিতে আরপিও অনুসারে ২০২০ সালের মধ্যে ৩৩ শতাংশ মহিলা সদস্যের স্থলে বেশিরভাগ কমিটিতে ২৫ শতাংশ মহিলা সম্পৃক্ত করা হবে বলে জানানো হয়েছিল। সংশোধিত গঠনতন্ত্রে মহিলা সদস্য ৩৩ শতাংশ করেই ৭৪ ধারায় তা সন্নিবেশ করা হয়েছে। [জামায়াতের গঠণতন্ত্র: পৃষ্ঠা-৫২ সংশোদিত প্রকাশনী: জানুয়ারী, ২০১৮ সাল]

জামায়াত-শিবির এমন এক সংগঠন, যারা দল রক্ষার্থে সকল কুফর, শিরক করতেও লজ্জাবোধ করে না। উল্টো তাদের কুকর্মগুলো মানুষের সামনে ভালো হিসেবে উল্লেখ করে। তাদের নেতাদের কুফর, শিরক স্বত্বেও তাদের আনুগত্য ও গুনগান গাইতে তারা লজ্জাবোধ করে না। অথচ, “আল্লাহ্ ও রাসুলের নাফরমানীর ক্ষেত্রে কোন আনুগত্য নেই, আনুগত্য শুধু বৈধ ও সৎকাজে”। [সহীহ বুখারীঃ ৬৭৬৩ (ইফা), সহীহ মুসলিমঃ ৪৬১৩ (ইফা)] বস্তুতঃ এরা দল ও ব্যক্তিপুজারী, এরা বিএনপি’র সংস্পর্শে আসাবিয়্যাহ (জাতীয়তাবাদ/গোত্রবাদ/দলপ্রীতি) গ্রহণ করেছে। দল পূজারীদের ব্যাপারে রাসুল (ﷺ) বলেন, “যে ব্যক্তি লক্ষ্যহীন পতাকাতলে যুদ্ধ করে, দল/গোত্র প্রীতির জন্য ক্ষুব্ধ হয় অথবা দলের/গোত্রের দিকে আহ্বান করে অথবা দলের/গোত্রের যুদ্ধে সাহায্য করে আর তাতে নিহত হয়, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করে। [সহীহ মুসলিমঃ ৪৬৩৩-৩৪ (ইফা)] আর এই বিএনপি’র নামের সাথেই জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক বিদ্যমান, যা ইসলামী ভ্রাতৃত্বকে অস্বীকার করে।

বিএনপি'র দলীয় সংবিধানে বলা আছেঃ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (খ) বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক ইস্পাতকঠিন গনঐক্যের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও গণতন্ত্র সুরক্ষিত ও সুসংহত করা। (গ) "সামাজিক সুবিচারের ভিত্তিতে উৎপাদনের রাজনীতি, মুক্ত বাজার অর্থনীতি ও জনগণতন্ত্রের মাধ্যমে জন সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক উন্নতি ও জাতীয় অগ্রগতি অর্জন"।
সূত্রঃ www.bnpbangladesh.com/constitution

অর্থাৎ, তারা জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চায়, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও জাতীয় উন্নতি সাধন করতে চায় "মুক্ত বাজার অর্থনীতি ও জন-গণতন্ত্রের" মাধ্যমে, ইসলামী অর্থনীতি কিংবা ইসলামী শারীয়াহ এর প্রয়োগের মাধ্যমে নয়। আর এটা হচ্ছে সুস্পষ্ট কুফরী একটি আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এখন কেউ যদি সেই বিএনপিকে ভোট প্রদান করার জন্য আহবান করে, সে পরিণামে কুফরের দিকে আহবান করে। জামায়াত বিএনপি'র জন্য বাংলাদেশের অধিকাংশ আসনে ভোট চেয়েছে!!!

একই কাজ তারা করেছিল আওয়ামী লীগের সাথেও, যাদের আদর্শও কুফরী। আওয়ামী লীগের সংবিধানঃ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (খ) মানুষের সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে সকল ক্ষমতা জনগণের হাতে। (ঘ) মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় একটি ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।
সূত্রঃ www.albd.org/~parbonc/index.php/en/party/constitution

নির্লজ্জের মতো মুরতাদ ত্বগুতের নিকট প্রার্থনা করছে মুরতাদ খালেদা জিয়ার জন্য। "বেগম জিয়াকে অবিলম্বে মুক্তি দিয়ে তার পছন্দ মত জায়গায় চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ প্রদানের আহ্বান"
https://www.jamaat-e-islami.org/article-details.php?category=31&article=457

মুরতাদের শাস্তি

মহান আল্লাহ বলেন, "...আর যদি তারা তাদের শপথ ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীনের বিরুদ্ধে কটুক্তি করে তাহলে কাফির নেতাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর...।" [সূরা তাওবাহঃ ১২] কোন নাস্তিক, মুরতাদ হত্যার জন্য কোন মুসলমান নিন্দা জানাতে পারে না। যে ব্যক্তি নিন্দা জানাবে, সেও তাদের একজন বলে গন্য হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "...যে মন্দ কাজের জন্য সুপারিশ করবে, তার জন্য তাতে অংশ আছে...। [সূরা নিসাঃ ৮৫]

নাস্তিক ব্লগার হত্যায় জামায়াতের নিন্দা
http://www.dailysangram.com/?post=109464-রাজীবের-প্রকৃত-খুনিদের-আড়াল-করতে-জামায়াত-ও-শিবিরকে-দায়ী-করে-অপপ্রচার-চলছে--রফিকুল-ইসলাম-খান

অরল্যান্ডোতে সমকামী কাফিরদেরকে (যেহেতু তারা কেউ মুসলিম ছিল না) হত্যার জন্য নিন্দা জানানোঃ
http://jamaat-e-islami.org/previous/en/details.php?artid=NDA3MA==

একজন সাহাবীর (রা) দাসী রাসুল (ﷺ) এর নামে কটূক্তি করলে তিনি তাঁকে হত্যা করে ফেলেন (শাসকের অনুমতি ছাড়া)। রাসুল (ﷺ) এর নিকট এর বিচার নিয়ে গেলে তিলি (ﷺ) তা সমর্থন করেন। [আবু দাউদঃ ৪৩১০ (ইফা), নাসায়ীঃ ৪০৭১ (ইফা)] আল ওয়ালিদ ইবনে উকবাহ (৭০৫-৭১৫ খ্রিষ্টাব্দ) এর রাজসভায় এক জাদুকরকে জুনদুব ইবনে কা'ব আল আযদী (রা) তরবারি দিয়ে মস্তক ছিন্ন করে দেন। [তারীখুল ইমাম বুখারী, দারাকুতনী, সুনানে বায়হাকী, মু'জাম আল কাবীর] আল্লাহ তা'আলা বলেন, "অতএব, এ কাফের সম্প্রদায়ের জন্যে দুঃখ করবেন না" [আল মায়েদাহ: ৬৮] আর জামায়াত তাদের মুরতাদ আর কাফির সমকামী ভাইদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে!

কাফিরদের সাথে মিত্রতা

সমগ্র বিশ্বে মুসলিমদের উপর যারা জুলুম, অত্যাচার, নৃশংসতা করছে তাদের মধ্যে অন্যতম হল, আমেরিকা এবং ভারত। ট্রাম্প এবং গো-পূজারী মোদী কত সংখ্যক মুসলিম হত্যার জন্য দায়ী তার ইয়ত্তা নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই ছাড়া আর কিছু নয়; সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর আর আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।" [সূরা হুজুরাত: ১০] অথচ জামায়াত মুসলিমদের দুশমনদের নির্বাচনে জয়ী হওয়ার কারণে অভিনন্দন জানায়!!! আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে মু'মিনগণ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তোমরা কি তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করছ, অথচ তারা, তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে, রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে এই কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহতে বিশ্বাস কর।" [সূরা মুমতাহিনাঃ ১]

মি: ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় জামায়াতের অভিনন্দন
http://jamaat-e-islami.org/previous/details.php?artid=Mjg3MTc=

নরেন্দ্র মোদী ও বিজেপি জোটের নেতৃবৃন্দকে জামায়াতের অভিনন্দন
http://www.jamaat-e-islami.org/previous/details.php?artid=MTc1NjA=

জামায়াতের পক্ষ থেকে আজ ২৯ জুলাই, ২০১৩ সন্ধ্যায় ঢাকার একটি হোটেলে বাংলাদেশে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার, চার্জ দ্যা এ্যাফেয়ার্স ও কূটনীতিকগণের সম্মানে এক ইফতার পার্টির আয়োজন করা হয়।
https://jamaat-e-islami.org/previous/details.php?artid=MTQyMTM=

উমার ইবন খাত্তাব (রাঃ) বলেনঃ "তোমরা আল্লাহর দুশমনদের ঈদে তাদের থেকে দূরে থাকো"। [বাইহাকীঃ ১৯৩৩৪] ইবন হাজার আসকালানী (রহ) বলেন, এ কু-সংস্কৃতি চালু করেছে মিসরবাসীরা। তাদের অধিকাংশরা ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের উৎসব ও সংস্কৃতির সাথে মিশে গিয়েছিল তাদেরকে সম্মান করতে গিয়ে। যেমন খাওয়া-দাওয়া, ও পোশাক-আশাকে মিশে গিয়েছিল।

উমার (রাঃ) আরও বলেন, "তোমরা মুশরিকদের উপাসনালয়ে তাদের উৎসবের দিনগুলোতে প্রবেশ করো না। কারণ সেই সময় তাদের উপর আল্লাহর গযব নাযিল হতে থাকে।" [ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রাহিঃ) তাঁর 'আহকামুল জিম্মাহ ১/৭২৩-৭২৪ এ সহিহ সনদে বায়হাক্বী থেকে এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন] এজন্য ইমাম মালিক (রহ) বলেন; "ওরা

ওদের ঈদের দিন পালনের জন্য যে নৌযানে চড়ে, যে নৌযানে চড়া মাকরুহ। যেহেতু ওদের উপর (আল্লাহর) গযব ও অভিশাপ অবতীর্ণ হয়''। [আল-লাম ফিল হাওয়াদিসি ওয়াল-বিদঃ ১/২৯৪]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ) বলেন, ''মহান আল্লাহ তাদের ঈদ অনুষ্ঠানকে বাতিল বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং রহমানের বান্দাদেরকে সেখানে উপস্থিত হতে ও তা দর্শন করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং যদি সেখানে উপস্থিত হওয়া ও দর্শন করা বৈধ না হয়, তাহলে তাতে অংশগ্রহন করা এবং তাতে সহমত পোষণ করা কিভাবে বৈধ হতে পারে? [ইকতিযাঃ ১/৪২৬]

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহ) বলেনঃ ''আল্লাহ তাদের ঈদ অনুষ্ঠানকে বাতিল বলে অভিহিত করেছেন। আর বাতিলকে সাহায্য বা সাফল্যমণ্ডিত করা বৈধ নয়'। কাফিরদের তাদের উৎসবে সম্ভাষণ জানানো মুসলিম ঐক্যমতের ভিত্তিতে হারাম। এটা ক্রুসের সামনে সিজদাহ করা কিংবা তার চেয়েও জগণ্য। [আহকামু আহলিল যিম্মাহঃ ৩/১২৪৪]

খ্রিস্টানদের বড়দিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছে জামায়াত
https://jamaat-e-islami.org/previous/archive_details.php?artid=MjQwMzU=

জামায়াতের পক্ষ থেকে দেশের হিন্দু সম্প্রদায়কে দুর্গাপূজার আন্তরিক শুভেচ্ছা
https://jamaat-e-islami.org/previous/archive_details.php?artid=MjMzNzA=

দূর্গাপুজা উপলক্ষে নারিকেল বিতরণ করেছে জামায়াত
http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/254183
আরেকটু মোডিফাই করে জামায়াত দৈনিক সংগ্রামে প্রচার করে (প্রধান অথিতি জামাতের পূর্ব আমীর খ. ম আবদুর রাকিবের নাম উল্লেখ করে নি, আবার অন্যা নিউজে ভুল প্রচার করেছে বলে বিরোধিতাও করে নি)।
http://www.dailysangram.com/post/209017

ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে বসবাসকারী কাফির, ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে চুক্তিবদ্ধ কাফির ছাড়া অন্য কোন কাফিরের কোন নিরাপত্তা নেই। কিন্তু বাংলাদেশ হল "দারুল কুফর" এবং এখানে কোন কাফিরের সাথে নিরাপত্তা চুক্তি নেই। তাহলে কেন দুর্গাপূজায় প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আহ্বান করলেন জামায়াতের সেক্রেটারি ডাঃ শফিকুর রহমান? ভোট পাওয়ার জন্য!
http://www.dailysangram.com/post/208937

নারী নেতৃত্ব

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "পুরুষেরা নারীদের উপর কৃর্তত্বশীল এজন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সে মতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগতা"। [নিসাঃ ৩৪] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেনঃ "পুরুষেরা নারীদের উপর কৃর্তত্বশীল" বলতে পুরুষেরা মহিলাদের ব্যয় বহন এবং তাদের রক্ষা করবে, এবং পুরুষেরা শাসক হবে, যোদ্ধা হবে। এবং এগুলো মহিলাদের কাজ নয়। [তাফসীর আল কুরতুবীঃ ৫/১৬৮]

ইমাম ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, পুরুষ হচ্ছে স্ত্রীর নেতা। সে স্ত্রীকে সোজা ও ঠিক-ঠাককারী। কেননা, পুরুষ স্ত্রীর উপর মর্যাদাবান। এ কারনেই নবুওয়্যাত পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। অনুরূপভাবে শরীয়তের নির্দেশ অনুসারে খলীফা একমাত্র পুরুষই হতে পারে। রাসুল (ﷺ) বলেন, "যে জাতি তাদের রাষ্ট্রের কতৃত্ব একজন মহিলার হাতে ন্যস্ত করে তারা কখনও উন্নতি করতে পারে না"। এরুপভাবে বিচারপতি প্রভৃতি পদের জন্য শুধু পুরুষেরাই যোগ্য। নারীদের উপর পুরুষের মর্যাদা লাভের দ্বিতীয় কারণ এই যে, পুরুষেরা নারীদের উপর তাদের মাল খরচ করে থাকে, যে খরচের দায়িত্ব তাদের কিতাব ও সুন্নাহ দিয়েছে। অন্য জায়গায় রয়েছে, "পুরুষেরা তাদের উপর কর্তৃত্বশীল" [সূরা বাকারাহঃ ২২৮] এর ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এ আয়াতের ভাবার্থ এই যে, নারীদেরকে পুরুষদের আনুগত্য করতে হবে এবং তাদের কাজ হচ্ছে সন্তানাদির রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং স্বামীর মালের হেফাযত করা ইত্যাদি। [তাফসীর ইবনে কাসীর]

রাসুল (ﷺ) বলেন, যে জাতি তাদের রাষ্ট্রের কতৃত্ব একজন মহিলার হাতে ন্যস্ত করে তারা কখনও উন্নতি করতে পারে না। [বুখারীঃ ৪০৮৩, ৬৬১৮ (ইফা)] এই হাদিসের ব্যখ্যায় ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেনঃ এটি এ কথার ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, নারীরা শাসকের যোগ্য নয় এবং এটি মানুষের জন্য নিষেধ যে তারা নারীদের ক্ষমতায় বসাবে। কেননা নারী ক্ষমতায় গেলে জাতির উন্নতি হবেনা। [নাইল আল আউছারঃ ৮/৩০৫]

ইমাম মারওয়াদী (রহঃ) বলেন, মহিলাদের নেতৃত্ব দেওয়া নিষেধ কেননা রাসুল (ﷺ) বলেছেন, যে জাতি তাদের রাষ্ট্রের কতৃত্ব একজন মহিলার হাতে ন্যস্ত করে তারা কখনও উন্নতি করতে পারে না। [আল আহকাম আল সুলতানিয়াঃ পৃষ্ঠা-৪৬] ইমাম ইবনে হাযম (রহঃ) বলেনঃ এতে কোন সন্দেহ নেই যে নারী নেতৃত্ব হারাম। [আল ফাসল ফিল মিলাল ওয়াল নিহালঃ ৪/১২৯] "ফুকাহাগন একমত যে, শাসক, খলিফা পুরুষ হতে হবে। মহিলা শাসক হওয়া বৈধ নয়"। [আল মাসুয়াহ আল ফিকিয়্যাহঃ ২১/২৭০]

আল্লামা আলুসী (রহঃ) বলেন, নবীজী (ﷺ) বলেছেন, "যখন তোমাদের শাসকবর্গ তোমাদের মন্দ ব্যক্তি হইবে, তোমাদের বিত্তশালীরা কৃপণ হইবে এবং তোমাদের কাজকর্ম নারীদের হাতে ন্যস্ত হইবে। তারা যে-ভাবে ইচ্ছা কাজ করিবে, তখন তোমাদের বসবাসের জন্য ভূপৃষ্ঠ অপেক্ষা ভূগর্ভই শ্রেয়ঃ হইবে।" [তাফসীরে রুহুল মা'আনীঃ ১২২০ পৃষ্ঠা]

জামায়াত ৪ দলীয় জোটের অন্যতম। আর ৪ দলীয় জোটের প্রধান মুরতাদ খালেদা জিয়া। তাছাড়া জামায়াত মনোনীত ও নির্বাচিত উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা)-এর তালিকা
https://www.jamaat-e-islami.org/article-details.php?category=74&article=231

সাঈদী সাহেব বলেছিলেন; "ইসলামে নারী নেতৃত্ব হারাম বলা হয় নি"!!! (৭মিঃ ১৯সেঃ থেকে ৮মিঃ ১৯সেঃ পর্যন্ত)
https://m.youtube.com/watch?v=hug4Bdz-z0c

হরতাল, ওয়ালা-বারা'আ

একবার নাবী (ﷺ) (সাহাবীদের রা) বললেন; তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাকো। তারা বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের রাস্তায় বসা ছাড়া গত্যন্তর নেই, আমরা সেখানে কথাবার্তা বলি। তিনি বললেনঃ যদি তোমাদের রাস্তায় মজলিস করা ছাড়া উপায় না থাকে, তবে তোমরা রাস্তার হক আদায় করবে। তারা বলল ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাস্তার দাবী কি? তিনি বললেন, তা হল চোখ অবনত রাখা, কাউকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা। সালামের জবাব দেওয়া এবং সৎকাজের

নির্দেশ দেওয়া আর অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা। [সহীহ বুখারীঃ ২৩০৩, ৫৭৯৬ (ইফা), সহীহ মুসলিমঃ ৫৩৮০-৮১, ৫৪৬৩ (ইফা)]

কিন্তু জামায়াত-শিবির হরতালের নামে রাস্তায় জ্বালাও পোড়াও মিছিল করে মানুষকে কষ্ট দেয়, দরিদ্র মানুষের আয় রোজগারে বাঁধা সৃষ্টি করে। সাধারণ মুসলিমদের রিকশা, সিএনজি ও অন্যান্য গাড়ি ভেঙ্গে ক্ষতিপূরণ দূরের কথা, বিপরীতে একে জিহাদ বলে প্রচার করে!!! অথচ জিহাদ হল কাফির, মুনাফিকের বিরুদ্ধে। তারা যাদের বিরুদ্ধে এসব কর্ম করে তাদের মন্ত্রী, কর্মীদের কোন ক্ষতিই করতে পারে না। বরং আমেরিকার কূটনীতিকের গাড়িতে হামলার কারণে ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি জামায়াত: জামায়াত দায় স্বীকার করে এক বিবৃতিতে বলেছে, এই দুঃখজনক ঘটনার ব্যাপারে প্রাথমিক তদন্ত শেষে এর দায় দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করছি এবং নিন্দা জানাচ্ছি। এই ঘটনার জন্য দূতাবাস এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের নিকট আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি এবং এর ক্ষতিপূরণ দিতে আমরা প্রস্তুত। আজ মঙ্গলবার (৪ ডিসেম্বর, ২০১২) বিকালে দলটির ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল মো. শফিকুর রাহমান এ কথা বলেন। যুক্তরাষ্ট্র সরকার বরাবরই জামায়াতকে একটি উদার ইসলামী দল হিসেবে বিবেচনা করে থাকে।
http://archive.ittefaq.com.bd/index.php?ref=MjBfMTJfMDZfMTJfMV8xXzNfMTQ2Mw
http://archive.prothom-alo.com/detail/date//05-12-2012news/310802

আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা" মু'মিনদের প্রতি কোমল এবং কাফিরদের প্রতি অতি কঠোর।" [সূরা ফাতহঃ ২৯, মায়েদাহঃ ৫৪] অথচ এরা কাফিরদের প্রতি কোমল, মু'মিনদের প্রতি কঠোর। ইমাম মালিক (রঃ) বলেন, তাদের মূর্খতা, ধর্মহীনতা এবং স্বীয় গ্রন্থের সাথে কুফরী এত চরমে পৌঁছে গেছে যে, তারা কাফিরদের মুসলমানদের উপর প্রাধান্য ও মর্যাদা দিয়ে থাকে। [তাফসীর আল কুরআনুল আযীম, ১ম খণ্ড, ৫২৫পৃঃ]

হরতালের এই পদ্ধতি ইসলাম সমর্থন করে না। ইসলামে শাসক জুলুম করলে ধৈর্য ধারণ করতে বলা হয়েছে। উবাদা ইবনে সামিত (রা) বলেন, আমাদেরকে রসূল (ﷺ) ডাকলেন এবং আমরা তাঁর নিকট বাইআত হলাম। অতঃপর তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের থেকে যে বিষয়ে বাইআত নিলেন: তা হলো আমরা আমাদের ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, সুখে-দুঃখে এবং আমাদের উপর যদি অন্য কাউকে প্রাধান্য দেয়া হয় তথাপিও শুনবো ও আনুগত্য করবো এবং আমরা শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে যদি তোমরা কোন স্পষ্ট কুফর দেখতে পাও, যার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে প্রমাণ বিদ্যমান থাকে। [সহীহ মুসলিমঃ ৪৬১৯ (ইফা)] অপর হাদিসে, "তুমি শুনবে এবং মানবে যদি তোমার পিঠে বেত্রাঘাত করা হয় বা তোমার ধন-সম্পদ কেড়েও নেয়া হয়, তবুও তুমি আনুগত্য করবে"। [সহীহ মুসলিমঃ ৪৬৩২ (ইফা)] হাদিসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে কিভাবে রাষ্ট্রক্ষমতায় যেতে হবে। যদি শাসক কুফরী করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। আর যদি কুফরী না করে কেবল জুলুম করে, তবে ধৈর্য ধারণ করতে হবে।

কিন্তু জামায়াত-শিবির কাফিরদের পদ্ধতি অবলম্বন করছে! হরতাল কাফিরদের আবিষ্কৃত বিদ'আতী কার্যক্রম যা জমিনে ফিতনা ও বিপযয় সৃষ্ট করে। রাসুল (ﷺ) বলেন, "যে ব্যক্তি কোনো জাতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে চলবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে"। [আবু দাউদঃ ৩৯৮৯ (ইফা), মুসনাদে আহমাদঃ ২/৫০, সহীহুল জামিঃ ৬১৪৯, ইরওয়াঃ ২৬৯১] রাসুল (ﷺ) আরও বলেন, "উত্তম বানী হল আল্লাহ তা'আলার বানী এবং সর্বোত্তম হিদায়াত হল মুহাম্মাদের হিদায়াত। নিকৃষ্ট বিষয় হল বিদ'আত (দ্বীনে নতুন আবিস্কার)। সকল বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা। [সহীহ মুসলিমঃ ১৮৭৮ (ইফা)]

মুরতাদদের সম্মান ও বিদ'আতী দিবস পালন

আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসীরা জানে ১৯৭১ এর যুদ্ধ ছিল জাতীয়তাবাদী কুফরী যুদ্ধ। আর ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে যারা মারা গিয়েছিল তারা এরই অংশ। তাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। রাসুল (ﷺ) বলেন, "যে ব্যক্তি লক্ষ্যহীন পতাকাতলে যুদ্ধ করে, দল/গোত্র প্রীতির জন্য ক্ষুব্ধ হয় অথবা দলের/গোত্রের দিকে আহ্বান করে অথবা দলের/গোত্রের যুদ্ধে সাহায্য করে আর তাতে নিহত হয়, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করে। [সহীহ মুসলিমঃ ৪৬৩৩-৩৪ (ইফা)] আর ইসলামে কোন দিবস পালিত হয় না, এটা বিদ'আত। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস ও অন্যান্য সাহাবীগণ (রা) বলেন, "যে ব্যক্তি মুশরিকদের দেশে গৃহ নির্মাণ করে, তাদের 'নওরোজ' (নববর্ষ) ও 'মেহেরজান' (জাতীয় দিবস) এর উৎসব পালন করে এবং এ অবস্থায় মারা যায়, কিয়ামতের দিনে তাদের সাথে তার হাশর হবে"। [সুনানুল বায়হাকীঃ ৯/২৩৪]

অথচ জামায়াতের আমীর বলেন, "২১ ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও মহান শহীদ দিবস'। ২১ ফেব্রুয়ারির মহান শহীদদের রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার মর্যাদা লাভ করেছে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য যারা শহীদ হয়েছেন জাতি তাদের চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। আমি ভাষা আন্দোলনের মহান শহীদদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি এবং তাদের মাগফিরাতের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করছি। (নাউযুবিল্লাহ)। ২১ ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও মহান শহীদ দিবস' যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করার জন্য আমি বাংলাদেশ জামায়াতের সকল শাখা ও দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।"
https://jamaat-e-islami.org/previous/details.php?artid=Mjk5ODI=

জামায়াতের পক্ষ থেকে বিজয় দিবস পালিত
https://www.jamaat-e-islami.org/news-details.php?category=1&news=5690

নতুন বিদ'আত "ইসলাম শিক্ষা দিবস"
http://www.chhatrasangbadbd.com/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%A4/

ত্বগুতের নিকট বিচার চাওয়া

দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ঘোষিত রায় প্রত্যাখ্যান এবং গণহত্যার প্রতিবাদে জাতিসংঘের সামনে জামায়াত সমর্থকদের বিক্ষোভঃ
http://www.dailysangram.com/post/110612

বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও বিচারিক হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে হোয়াইট হাউসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা (জামায়াতিরা)। তারা মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ওবামা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।
http://www.dailynayadiganta.com/details.php?nayadiganta=ODc3NDQ=&s=MTY=

জামায়াত-শিবির তাদের নেতা-কর্মীদের সকল মামলার বিচার করে মানুষের তৈরি আইনের কাছে, যারা কখনো ন্যায় বিচার করবে না। তারা ত্বগুতের নিকট বিচার চায়, আবার ন্যায় বিচারও দাবী করে। এমনকি তারা তাদের নেতাদের ন্যায় বিচারের জন্য তাদের প্রভু আমেরিকার কাছে হাত পাততেও লজ্জাবোধ করে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি, যারা দাবী করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তার প্রতি ঈমান এনেছে? তারা 'ত্বগুত' কে বিধান দানকারী বানাতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, তারা যেন তাকে অমান্য করে। শয়তান ইচ্ছা করছে তাদেরকে পরিপূর্ণ পথভ্রষ্ট করে ফেলতে"। [সূরা নিসাঃ ৬০] আল্লামা সা'আদী (রহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে মুনাফিকদের অবস্থা বলে বিস্মিত করছেন। "যারা দাবী করে যে তারা" রসূল (ﷺ) এর উপর এবং তাঁর পূর্বে যা কিছু অবর্তীণ হয়েছে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, ইহা সত্ত্বেও তারা "তাগূতের কাছে বিচার প্রার্থনার ইচ্ছা পোষণ করছে", অথচ "তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল যাতে তারা তাকে অস্বীকার করে"। তাহলে ঈমান ও তাগূতের কাছে বিচার প্রার্থনার ইচ্ছা কিভাবে একত্রিত হতে পারে?! কেন না ঈমানের দাবী হলো: সকল বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার শরীয়াতের আনুগত্য স্বীকার ও তাকেই ফায়সালাকারী নির্ধারণ। সুতরাং যে ব্যক্তি দাবী করবে সে মুমিন আর আল্লাহ তা'আলার বিধানের বিপরীত তাগূতের বিধানকে নির্বাচন করবে সে নিজ দাবীতে মিথ্যাবাদী। আর এটি হবে শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার কারণে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলছেন, "শয়তান ইচ্ছা করছে তাদেরকে পরিপূর্ণ পথভ্রষ্ট করে ফেলতে" হাক্ক থেকে। [তাফসীরে সা'দীঃ খন্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৮৪]

জামায়াতের আরেকটি "ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়" হল, "কাফিরকে কাফির মনে না করা, তাদের কুফরীকে সন্দেহ করা"। তারা আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি এদেরকে কাফির মনে করে না, যারা সুস্পষ্টভাবে কুফরীতে লিপ্ত, যারা নিজেরাই ঘোষণা দেয় যে তারা গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র চায়। আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসুল (ﷺ) যাদেরকে কাফির বলেছেন তাদেরকে কাফির না বলা মানে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসুলের (ﷺ) বানীকে অস্বীকার করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "কাফির ব্যতীত আর কেউ আমাদের আয়াত প্রত্যাখ্যান করেনা" [আনকাবুতঃ ৪৭]

এতকিছুর পরও তাদের অনুসারীদের নিকট এগুলো কিছুই না, কেবল "হিকমাহ"। এরা এই হিকমাহ শব্দটিকে নিজেদের সুবিধার্থে বিভিন্ন হারাম ও কুফরি কাজে লিপ্ত থাকার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করছে। হিকমাহ শব্দটা আল-কুরআনের একটি পরিভাষা। আল কুরআনে হিকমাহ শব্দটি মোট ২০ বার এসেছে। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা দাওয়াতি কাজে হিকমত অবলম্বনের নির্দেষ দিয়েছেন। "তোমরা দাওয়াহ দাও হিকমাহ ও উত্তম নসিহত দ্বারা আর সর্বোত্তম পন্থায় যুক্তি তর্ক করো।" [সূরা আন নাহল: ১২৫] "আমি ইব্রাহিম ও তাঁর বংশধরদের দান করেছি কিতাব ও হিকমাহ" [সূরা নিসা: ৫৪] "আমি অবশ্যই লোকমানকে হিকমাহ দান করেছি এই মর্মে যে তুমি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।" [সূরা লোকমান: ১২] "হিকমাহপূর্ণ কুরআনের কসম" [সূরা ইয়াসিন: ২] হাদিসকেও হিকমাহ বলা হয়েছে। "আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমাহ (হাদিস) নাযিল করেছেন"। [সূরা নিসাঃ ১১৩] "স্মরণ কর, তোমাদের ঘরে যা পঠিত হয় আল্লাহর আয়াত এবং হিকমাহ (হাদিস)"। [সূরা আহযাবঃ ৩৪]

বিশিষ্ট তাবেঈ মুজাহিদ (রহ) বলেন- "কথা ও কাজে সঠিক তথা যথাযথ করার নামই হিকমাহ।" [ইবনে জারীর তাবারী] ইমাম তাবারী (রহ) ইবনে যায়েদ (রহ) থেকে একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন- "হিকমাহ এমন একটা বস্তু যা আল্লাহ তা'আলা মানব অন্তরে স্থাপন করে দেন যা দ্বারা অন্তর আলোকিত হয়ে যায়।" [ইবনে জারীর তাবারী]

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহ) বলেন- “ইবনে কুতাইবা ও অন্যান্য আলেমদের মতে হিকমাহ হল সত্যে উপনীত হওয়া এবং সে অনুসারে কাজ করা। এটা হল উপকারী বিদ্যা ও নেক কাজ।” [মিফতাহুস সা’আদা] বিখ্যাত আরবী অভিধান লেখক ইবনে মানযূর বলেন- “সর্বোত্তম বিদ্যার মাধ্যমে সর্বোত্তম বিষয়সমূহ জানার নাম হল হিকমাহ।” [লিসানুল আরব]

কুরআন মাজীদের একটি নাম হলো আলকুরআনুল- হাকিম। অর্থাৎ কলাকৌশলে পরিপূর্ণ এক মহাগ্রন্থ। এতে বর্ণিত কৌশল অনুযায়ী চললে দুনিয়া ও আখিরাতের কোথাও মানুষ সমস্যায় পড়বে না। আল্লাহ এজন্য সকল সমস্যার সমাধান দিয়ে এ কুরআন প্রেরণ করেছেন। এ কুরআনে বর্ণিত কৌশল অনুসরণ করলেই কেবল হিকমাহ’র আমল করা হবে।

যেমন ধরা যাক, কোন শত্রু এলাকায় প্রকাশ্যে সালাত পড়া যায় না, সাওম রাখা যায় না, জীবনের উপর হামলা হয়, বাধা সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা ইসলামে যে, হিকমাহ অবলম্বন করতে বলেছে তাই করব। যেমন প্রকাশ্যে সলাত, সিয়াম পালন করা না গেলে গোপনে করতে হবে। ইসলাম গ্রহণ করার পর ফরজ বিধান ত্যাগ করার কোন সুযোগ নেই। মানুষ অসুস্থ হলে মসজিদে যেতে না পারলে বাড়িতে বসে একাকী হলেও এ ফরজ আদায় করতে হয়। রুকু সিজদা ঠিকমত করতে না পারলেও তাকে ইশারায় হলেও সলাত পরতে হয়। কিছু সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার কারণে সলাত, সিয়াম বাদ দেওয়ার কোন সুযোগ নেই। হিকমাহ হলো প্রকাশ্যে না পারলে গোপনে, যথাযথ ভাবে না পারলে ইশারায় হলেও ফরজ আদায় করা। বিরত থেকে যদি আমরা বলি হিকমাহ অবলম্বন করছি তা কোনক্রমেই হিকমাহ হবে না। বরং আল্লাহর বিধান অমান্য করার সামিল হবে।

একটি হালাল আর একটি হারাম থেকে নিজেদের সুবিধার্থে হারামটি বাছাই করা, তাওহীদ, শিরক গোপন করে মানুষের সমর্থন অর্জন করা কখনো হিকমাহ নয়! হিকমাহ হল হালাল বিষয়টাকেই আরো সুন্দরভাবে সম্পাদন করা। হিকমাহ হল দুটি হালাল কাজের মাঝে অপেক্ষাকৃত উত্তম ও উপযোগীটি বাছাই করা।

যখন তাদেরকে ধর্মনিরপেক্ষ বা জাতীয়তাবাদী দলগুলোর সাথে জোট বাধা বা আপোস করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয় তখন তারা হুদাইবিয়ার সন্ধির কথা বলে এবং এই সন্ধির দোহাই দিয়ে কুফর শক্তির সাথে আপস বা জোট করার ব্যাপারটা কে বৈধতা দান করে!

হিজরি ৬ষ্ঠ সনের জিলকদ মাসে হুদাইবিয়ার সন্ধিতে যেসকল বিষয় ছিলঃ মুসলমানগণ এ বছর উমরাহ না করেই মদীনায় ফিরে যাবে, আগামী বছর উমরার জন্য এসে তারা তিন দিন মক্কায় অবস্থান করতে পারবে, মুসলমানরা কোষবদ্ধ তলোয়ার, ধনুক ও এরকম কিছু ছাড়া অন্য অস্ত্র নিয়ে আসবে না এবং তাদের অবস্থানকালে কুরাইশরা মক্কা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাবে, কুরাইশদের এবং মুসলমানদের মধ্যে আগামী দশ বছর যুদ্ধ বন্ধ থাকবে, কুরাইশদের কেউ মদীনায় আশ্রয় নিলে তাকে ফেরত দিতে হবে। কিন্তু মদীনায় কোন মুসলমান মক্কায় আশ্রয় নিলে, তাকে ফেরত দেয়া হবে না, আরবের যেকোন গোত্রের লোক মুসলমানদের বা কুরাইশদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে পারবে। [সীরাতে ইবনে হিশাম, সহীহ বুখারীঃ ২৫২০, ২৫৪৭, ৩৯২৮ (ইফা), সহীহ মুসলিমঃ ৪৪৮০ (ইফা)]

হুদাইবিয়ার সন্ধি ছিল মুলত একটি পররাষ্ট্র চুক্তি যা মদীনা ইসলামি রাষ্ট্র কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছিল। এই সন্ধিচুক্তি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। আর হুদাইবিয়ার চুক্তিতে কোন হারাম শর্ত থাকার প্রশ্নই আসে না। কেননা সন্ধিটি আল্লাহ তা’আলা ও তাঁর রাসূল (ﷺ) এর ইচ্ছায় সম্পাদিত হয়েছিল। এঈ চুক্তির ব্যাপারে রাসুল (ﷺ)

উমার (রা) কে বলেছিলেন, "আমি অবশ্যই রাসুল। আমি তাঁর অবাধ্য হতে পারি না। আর তিনিই আমার সাহায্যকারী"। [সহীহ বুখারীঃ ২৫৪৭ (ইফা)] তাই গণতন্ত্র বা কুফরি মতবাদের সন্ধিচুক্তির সাথে হুদাইবিয়ার মত মহান চুক্তির কোন তুলনাই হতে পারে না। আর এই সন্ধির সকল শর্ত বর্তমানে কার্যকর হবে না, যেমনটি কার্যকর হবে না মদীনার সনদ। কেননা, কিছু ব্যাপার রাসুল (ﷺ) এর জন্য খাস যা আল্লাহর নির্দেশিত ছিল নির্দিষ্ট বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে। যেমন; কোন মুসলমানকে কাফিরদের হাতে তুলে দেওয়া যাবে না। রাসুল (ﷺ) বলেন, "একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই স্বরূপ। সে তার উপর জুলুম করবে না এবং তাকে জালিমের হাতে সোপর্দ করবে না"। [সহীহ বুখারীঃ ২২৮০ (ইফা)] ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন আরব উপদ্বীপে থাকতে পারবে না। [সহীহ মুসলিমঃ ৪৪৪২-৪৩ (ইফা), আবু দাউদঃ ৩০১৯-২১, ৩০২৩-২৪ (ইফা)]

অতঃপর, তারা শিরকের আড্ডাখানা সংসদে যোগদান এবং কাফিরদের সাথে জোট বাঁধার জন্য আরও বড় ধোঁকাবাজি হিসেবে "হিলফুল ফুযুলের" উদাহরণ দেয়। অথচ "হিলফুল ফুযুল" এর মধ্যে তাওহীদ, ইসলাম বিরোধী কোন বিষয় ছিলো না। আর তখন রাসুল (ﷺ) নবুওয়্যাত পান নি, তাওহীদের বানী প্রচার করেন নি। তাছাড়া ইসলাম সমর্থন করে এমন বিষয়ে কারও সাথে একতাবদ্ধ হতে কোন সমস্যা নেই। "হিলফুল ফুযুল" সম্পর্কে রাসুল (ﷺ) বলেন, "ইসলামের আমলেও যদি তার প্রতি আহ্বান করা হত, তাতে আমি সাড়া দিতাম"। [বায়হাকীঃ ১৩৪৬১]

অতএব, যে সব সন্ধিচুক্তি বা জোট দ্বারা গণতন্ত্র, নারী নেতৃত্বকে বৈধতা দেয়া হয়, জাতীয়তাবাদী বা ধর্মনিরপেক্ষ সরকারকে ক্ষমতায় বসানো হয়, তা শরীয়তের অকাট্য দালিল দ্বারা নিশ্চিতভাবে হারাম। এ প্রসঙ্গে রাসুল (ﷺ) বলেছেন, 'মুসলমানদের মধ্যে সন্ধি জায়েয। তবে ঐ সন্ধিচুক্তি নয়, যা হালালকে হারাম করে অথবা হারামকে হালাল করে। আর মুসলমানেরা থাকবে তাদের শর্ত সমূহের উপরে। কেবল ঐ শর্ত ব্যতীত, যা হালালকে হারাম করে অথবা হারামকে হালাল করে'। [তিরমিযীঃ ১৩৫৬ (ইফা), আবু দাউদঃ ৩৫৫৫ (ইফা), ইবনু মাজাহঃ ২৩৫৩, মিশকাতঃ ২৯২৩]

তারা দাবী করে তারা কুরআনের সৈনিক, অথচ কুরআনের সাথে আদৌ তাদের কোন সম্পর্ক নেই। তাদের নেতাদের হারামকে হালালে এবং হালালকে হারামে পরিণত করাকে মেনে নিচ্ছে তাদেরকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করে। আদী ইবনে হাতিম (রা) বলেন: আমি গলায় একটি ক্রুশ ঝুলন্ত অবস্থায় রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট এলে তিনি বললেন, হে আদী এই মূর্তিটি তুমি তোমার গলা থেকে ছুঁড়ে ফেল। ফলে আমি তা খুলে ফেললাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকটে এসে দেখতে পেলাম, তিনি সূরা তাওবা তিলাওয়াত করছেন: "তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও ধর্ম-যাজকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে"। (সূরা তাওবাহঃ ৩১) আমি বললাম, আমরা তো তাদের ইবাদত করতাম না। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আল্লাহ তা'আলা যা হালাল করেছেন তারা তা হারাম করতো আর তোমরাও তা হারাম মানতে এবং আল্লাহ তা'আলা যা হারাম করেছেন তারা তা হালাল করতো আর তোমরাও তাকে হালাল ভাবতে। আমি বললাম, হ্যাঁ এমনটিই। তিনি বললেন, এটিই তাদের ইবাদত। [তিরমিযীঃ ৩০৯৫ (ইফা), তারিখুল কাবীর লিল ইমাম বুখারীঃ ৭ম খন্ড হা-৪৭১, মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী: ১৭/৯২/২১৮, ২১৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী: ২০৩৫০]

অতএব, যার তাওহীদ পরিষ্কার সে সহজেই এই দলকে মুরতাদ হিসেবে মেনে নিবে। এবং যে হৃদয় সত্য গ্রহণ করে সে এই মুরতাদদেরকে সেভাবেই উগ্রে দিবে, যেভাবে আবু বকর (রা) তাঁর দাসের হারাম উপার্জন বমি করে ফেলে দিয়েছিলেন। [সহীহ বুখারীঃ ৩৫৬৪ (ইফা)]